অব্যর্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

ডাঃ এম, এ, হোসেন

ধনুষ্টঙ্কার (টিটেনাস) ১৭৯
ধবল (শ্বেতি) ১৮১
ধাতু দুর্বল্য ও ধ্বজভঙ্গ ১৮৩
নাক হইতে রক্ত পড়া ১৮৮
নাকের পলিপাস
(নাকের ভিতর অর্বুদ) ১৮৯
নাকের ভিতর ঘা (ওজিনা) ১৯১
নাক বন্ধ হইয়া যাওয়া ১৯৩
নিদ্রায় নাক ডাকা ১৯৫
নিদ্রায় ভয় পাওয়া ১৯৫
নাভির রোগ ১৯৭
নাভির বৃদ্ধি (শিশুর গোঁড়) ১৯৮
নখ কুনি (কুনখ) ১৯৮
নেত্রনালী
(চোখের কোণে নালী ঘা) ২০০
নিমোনিয়া (ফুসফুস প্রদাহ) ২০১
প্রমেহ (গনোরিয়া) ২০৩
পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস) ২০৭
পাথরী পীড়া (মুত্র পাথরী) ২১০
পেট বেদনা (শূল বেদনা) ২১৩
প্রস্রাবের পীড়া (মূত্র রোগসমূহ) ২১৭
প্রদর (শ্বেত বা রক্ত প্রদর) ২২১
প্রসব বেদনা ২২৪
প্রসবান্তিক ব্যথা (ভ্যাদাল ব্যথা) ২২৭
প্রসবের পর ফুল পড়িতে বিলম্ব ২২৯
পায়ের তলায় কড়া ২৩০
পায়ের তলায় বা গাঁটে ব্যথা ২৩১
পূঁয়ে পাওয়া (শীর্ণ রোগ) ২৩৩
পোড়া নারাংঙ্গা ২৩৫
প্লীহার বৃদ্ধি ২৩৭
ফোড়া-স্ফোটক ২৩৮
বধিরতা বা কানে কম শোনা ২৪০
বমি (বমন) ২৪২
বাত
(বিভিন্ন প্রকারের বাত রোগ) ২৪৫
বহুমূত্র (ডায়াবেটিস) ২৪৮
বোবায় ধরা (বুক চাপা স্বপ্ন) ২৫০
ব্রন (বয়ঃব্রন) ২৫১
বসন্ত (জল ও জাত বসন্ত) ২৫৩
বাড প্রেসার (রক্ত চাপ) ২৫৫
বন্ধ্যাত্ব (সন্তান না হওয়া) ২৫৬
বেরি বেরি
(শোথ জাতীয় রোগ বিশেষ) ২৫৮
ব্রঙ্কাইটিস (বায়ু নালীর প্রদাহ) ২৫৯
ভগন্দর (মলদ্বারে নালী ঘা) ২৬২
ভয় জনিত পীড়া ২৬৪
মাথা ব্যথা বা মাথা ধরা ২৬৬
মাথা ঘোরা (শিরঃ ঘূর্ণন) ২৬৯
মুর্খে দুর্গন্ধ ২৭১
মুখে ঘা ২৭২
মেদ বৃদ্ধি (স্থুল কায়ত্ব) ২৭৪
মেছতা (মুখ মণ্ডলে কাল দাগ) ২৭৫
মৃগী (মুর্ছা রোগ) ২৭৬
মুদা বা উল্টা মুদা ২৭৮
যুবতীর ঋতুস্রাব বিলম্ব ২৭৯
যক্ষা বা ক্ষয় কাশ ২৮২
রক্ত বমন বা কাশির সহিত রক্ত ২৮৪
রাত কানা ২৮৬
লিভার পীড়া (যকৃত প্রদাহ) ২৮৭
শয্যায় মূত্র ত্যাগ
(বিছানায় মোতা) ২৯০
শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া না কাঁদিলে ২৯১
শিশুর ক্রন্দন ২৯২
শিশুর দাঁত উঠিতে, হাঁটিতে ও কথা
বলিতে বিলম্ব ২৯৪
শয্যা ক্ষত ২৯৫
শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ২৯৭
শোক-দুঃখ জনিত পীড়া ২৯৯
শোথ ও উদরী ৩০০
ষ্ট্রিকচার (মূত্রনালীর সঙ্কোচন) ৩০৩
সর্দি (তরুণ বা পুরাতন সর্দি) ৩০৪
স্তনের পীড়া ৩০৭
স্তনে দুধের অভাব ৩১০
স্তন দুধ কমানো বা শুকানো ৩১১
সুখ প্রসব (সুপ্রসব) ৩১২
স্বর ভঙ্গ (গলা ভাঙ্গা) ৩১৪
স্বপ্ন দোষ ৩১৬
সাইনো ভাইটিস (হাঁটুর বাত) ৩১৭

সূচিপত্র

অজীর্ণ (বদ হজম) ০১
অনিদ্রা (নিদ্রাহীনতা) ০৫
অর্শ (গেঁজ) ০৮
অঞ্জনি (আঞ্জিনা) ১২
অন্ডকোষের পীড়া (একশিরা) ১৪
অগ্নিদগ্ধ (আগুনে পোড়া) ১৮
অরুচি (অক্ষুধা) ২০
অতি ক্ষুধা (দুষ্ট ক্ষুধা) ২২
আঙ্গুল হাড়া (আঙ্গুল প্রদাহ) ২৬
আঙ্গুলের ফাঁকে ঘা (হাজা ঘা) ২৮
আঁচিল (উপমাংস) ২৯
আমবাত (আর্টিকেরিয়া) ৩২
আমাশয় (রক্ত আমাশয়) ৩৪
ইনফ্লুয়েঞ্জা (বহু ব্যাপক সর্দি) ৩৮
ইরিসিপেলাস (বিসর্প) ৪০
উপদংশ (সিফিলিস) ৪২
উদরাময় (ডায়রিয়া) ৪৫
উন্মাদ (পাগল) ৫০
ঋতুস্রাব (রজঃস্রাব) ৫২
ঋতুবন্ধ বা স্বল্পঋতু ৫৭
এপিন্ডিসাইটিস (উপাঙ্গ প্রদাহ) ৬০
কম্পন (কাঁপুনি) ৬২
কলেরা (ওলা উঠা) ৬৪
কান বেদনা (কর্ণশুল) ৬৭
কান পাকা (কানে পুঁজ) ৬৮
কার্বাঙ্কল (বিষ ফোঁড়া) ৭১
কাশি (কফ) ৭৩
কৃত্রিম প্রসব বেদনা (পালট বেদনা) ৭৯
কোষ্ঠবদ্ধ (মহাব্যাধি) ৮০
কোষ্ঠবদ্ধ (কোষ্ঠ কাঠিন্য) ৮১
ক্যান্সার (কর্কট) ৮৪
কামোত্তেজনা (কামোন্মাদ) ৮৮
কাঁটা ফুটা ৮৯
কৃমি (অন্ত্রে পোকা) ৯১
কিডনীর পীড়া ৯৩
খুস্কি (মরামাস) ৯৫
খোস পাঁচড়া (খুজলি পাঁচড়া) ৯৬
গর্ভপাতের আশঙ্কা (গর্ভস্রাবের পক্রম) ৯৮
গর্ভবস্থায় প্রস্রাবে এলবুমেন (সূত্রে অন্ডলালা) ১০১
গর্ভাবস্থায় বমি ও বমি বমি ভাব ১০২
গা, হাত-পা ফাটা ১০৪
গলগণ্ড (ঘ্যাগ) ১০৫
গ্যাংরীন (পচনশীলক্ষত) ১০৭
গ্ল্যান্ড ও বাগী ১০৯
গোগণ্ডল নির্গমন
(হারিস বাহির হওয়া) ১১৩
গলনলীর পীড়া
(গলমধ্যে রোগসমূহ) ১১৫
ঘাড় আড়ষ্টতা (ঘাড়ে বাত) ১১৭
ঘর্ম (ঘাম) ১১৮
ঘামাচি (ঘামবীচি) ১২০
ঘা বা নালী ঘা ১২১
চক্ষুরোগ (চক্ষু প্রদাহ) ১২৩
চোখ উঠা ১২৫
চোখে ছানি (মতিয়া বিন্দু) ১২৭
চোখে আঘাত
(চোখে ব্যথা পাওয়া) ১২৯
চোখের পাতা নাচা ১৩১
চোখের পাতার পক্ষাঘাত ১৩২
চর্ম পীড়া (একজিমা) ১৩৩
চুলের পীড়া (কেশের রোগসমূহ) ১৩৯
ছুলি (ছইদ) ১৪১
জরায়ুর পীড়া ১৪৩
জ্বর (বিভিন্ন জ্বরসমূহ) ১৪৫
জন্ডিস (কামলা) ১৫১
জ্বালা (জ্বলন) ১৫৩
টনসিল প্রদাহ ১৫৫
টাক পড়া (কেশ পতন) ১৫৮
টিউমার (অর্বুদ) ১৬০
ট্যারা বা বক্রদৃষ্টি ১৬২
ঠুনকো বা স্তন প্রদাহ ১৬৩
ডিপথেরিয়া (গলক্ষত) ১৬৫
তড়কা (খিঁচুনী) ১৬৭
তোৎলা কথা (তোৎলামী) ১৬৯
দন্ত রোগ (দাঁতের পীড়া) ১৭১
দংশন (কামড়ান) ১৭৫
দুর্বলতা (শক্তিহীনতা) ১৭৭

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় চুলকানি ৩১৯
স্ত্রী সহবাস জনিত রোগের বৃদ্ধি ৩২১
স্বামী সহবাসে কষ্ট, অনিচ্ছা বা রক্তস্রাব ৩২৩
সুতিকোম্মাদ ৩২৪
স্মরণ শক্তি লোপ ৩২৫
সায়েটিকা বা পায়ের স্নায়ুবাত ৩২৭
হাঁপানী (এজমা) ৩২৯
হাঁচি ৩৩৩
হাম (লুন্তি) ৩৩৫
হিক্কা (হেঁচকি) ৩৩৭
হিষ্টিরিয়া (মুর্চ্ছা বায়ু) ৩৩৯
হুপিং কাশি ৩৪১
হার্নিয়া (অন্ত্র বৃদ্ধি) ৩৪৩
হাঁটু ও কনুইতে কাঁটা কাঁটা উদ্ভেদ ৩৪৫
হৃৎপিণ্ডের পীড়া ৩৪৭
ক্ষৌরকুণ্ড (দাঁড়িতে ইরাপসন) ৩৪৯

অজীর্ণ (বদ হজম)

রোগ বিবরণঃ—অনিয়মিত বা অতিরিক্ত ভোজন, তৈলাক্ত, চর্বিযুক্ত আহারাদি ভক্ষণ, রাত্রি জাগরণ অতিরিক্ত চা, কফি, মদ্যপান, ধুমপান, গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন ইত্যাদি কারণবশতঃ খাদ্য ভাল রূপে পরিপাক না হইয়া অজীর্ণ রোগ জন্মায়। ক্ষুধা লোপ কিংবা রাক্ষুসে ক্ষুধা, গরম মসলা যুক্ত দ্রব্যাদি আহারের ইচ্ছা, বুক গলা জ্বালা, অম্ল উদগার, আহারান্তে পেট বেদনা, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

চিকিৎসা

নাক্স ভমিকা (Nux Vomica)ঃ—হিংসুটে স্বভাব ভীষণ রাগী, কলহপ্রিয়, শীত কাতর, মদ্যপায়ী, নেশাখোর, অতিরিক্ত রাত্র জাগরণ, অধিক মসলাযুক্ত খাদ্য গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন বা অধিক ভোজন জনিত অজীর্ণ। খাদ্যদ্রব্য ভালরূপে পরিপাক না হইয়া আহারের দুই একঘন্টা পরে পেট ব্যথা, মুখে টক জল উঠে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 3x বা 6 তিন চার ফোঁটা সামান্য জলসহ দিনে তিন চারবার। পুরাতন রোগে 200 বা 1m দুই চার মাত্রা।

কার্বোভেজ (Corbo Veg)ঃ—কোন প্রকার কঠিন অসুখে রোগী পাখার বাতাস চায়। মুক্ত হাওয়ার জন্য আকঙ্খা। অন্ধকার ভূতের ভয়, স্মৃতি শক্তি হ্রাস, শীত কাতর, এই ধাতুর রোগীদের কার্বোভেজ একটি মহৎ উপকারী ঔষধ। খাদ্যদ্রব্য ভালরূপ পরিপাক না হইয়া পেট ফাঁপে বিশেষ করে নীচের পেট, দুর্গন্ধ বাতকর্ম বা ঢেকুর উঠিলে আরামবোধ ইত্যাদি লক্ষণে 30 বা 200 শক্তি ৩ ঘন্টা অন্তর কয়েক মাত্রা সেবন করিলে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়। নাক্স প্রয়োগের পর অজীর্ণ পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে কার্বোভেজ 200 বা 1m ২/৩ মাত্রা।

লাইকোপোডিয়াম (Lycopodium)ঃ—রোগী অতিশয় কৃপণ, ভিরু, একা থাকিতে ভয়, মেজাজ রাগী, নতুন লোকের আগমনে ভয়, মনের আনন্দে ক্রন্দন, গরম খাবার পছন্দ, গরমে কাতর, অজীর্ণ পীড়ায় বেশ ক্ষুধা হয়। সামান্য আহারে মনে হয় পেট ভরিয়া গিয়াছে। কোষ্ঠবদ্ধ মাঝে মাঝে তরল মলের সঙ্গে কঠিন (শক্ত) মল দেখা যায়। পেট ফাঁপে, টক ঢেকুর উঠে, ভুট-ভাট করে পেট ডাকে। বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে 3 বা 6 শক্তি দিনে তিন মাত্রা 30 বা 200 শক্তি দিনে দুই মাত্রা। পুরাতন রোগে 1m, 10m বা আরো উচ্চশক্তি।

নেট্রাম কার্ব (Natrum Carb)ঃ—গোলমাল পছন্দ করে না, গান বাজনা নিতান্ত অপছন্দনীয়, শীত কাতর দুধ খাইলে অজীর্ণ বা উদরাময়, সর্বদা পেট ভার বোধ বায়ু সঞ্চয় হইয়া পেট ফোলিয়া উঠে। কখনো কোষ্ঠবদ্ধ কখনো টক গন্ধযুক্ত তরল মল, শাক সব্জি পানাহারে রোগ বৃদ্ধি। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 6 বা 30 দিনে ৩ মাত্রা। পুরাতন রোগে 200 বা 1m সকাল বিকাল দুইমাত্রা।

ইপিকাক (Ipecac)ঃ—ঘৃত পক্ক পোলাও, মাংস, অধিক মিষ্টি বা মিষ্টান্ন, গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করিয়া পেট বেদনা, পাতলা পায়খানা, বমি ও বমি ভাব হইলে ইপিকাক উপকারী। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 3x ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সঙ্গে দুইঘন্টা অন্তর।

প্রেমে ব্যর্থ হইয়া অনিদ্রায় ভোগে, তবে তাহাকে ইগ্নেশিয়া দিবেন। অব্যর্থ ফল পাইবেন। ভয়জনিত অনিদ্রায়ও ইগ্নেশিয়া উপকারী। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 30 বা 200 দিনে ২ মাত্রা। পুরাতন রোগে 1m বা 10m।

ক্যালকেরিয়া কার্ব (Calcarea Carb)ঃ—মোটা থল থলে মেদপূর্ণ রোগী ঘুমের ঔষধের জন্য আপনার নিকট হাজির। জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন রোগীর মাথা ঘামে, টক গন্ধ যুক্ত ঘামে বালিশ ভিজিয়া যায়। ঠান্ডা লাগার প্রবণতা, ডিম খাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা, শীত কাতর, সমস্ত রাত্র জাগিয়া থাকে ঘুম হয় না, যদিও ঘুম হয়, সামান্য শব্দেই জাগিয়া উঠে। চক্ষু মুদিত করিয়া ঘুমের ভান করিলেই নানা প্রকার কাল্পনিক স্বপ্ন দেখে। তখন তাহাকে ক্যালকেরিয়া কার্ব দিবেন, নিদ্রা হইবে। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 30 বা 200 সকাল বিকাল ২ বার।

হায়োসিয়ামস (Hyoseyamus)ঃ—খিট খিটে স্বভাব, শীত কাতর, শিশুর মা আসিয়া বলিলেন, আমার ছেলেকে ঘুমের ঔষধ দিন। কোন প্রকারেই ঘুম পারাইতে পারি না। যদি একটু ঘুমায় তখনই হাত পা কাঁপিয়া জাগিয়া উঠে। সমস্ত রাত্রি ছটফট করে। কেন সে ঘুমায় না তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। শিশুটিকে হায়োসিয়ামস দিবেন উপকার হইবে। **সেবন বিধি ঃ শক্তি 30 বা 200 সকাল বিকাল দিনে ২ বার।**

ক্যামোমিলা (Chamomilla)ঃ—বদ মেজাজী, খিট খিটে স্বভাব, অত্যন্ত রাগী, সামান্য কিছুতেই ঝগড়া লাগিয়া বসে, কথায় কথায় রাগিয়া উঠে, প্রতিবাদ সহ্য হয় না। এই ধাতুর রোগীদের অনিদ্রায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু কেবল কোলে থাকিতে চায়। কাঁদে কোন জিনিস হাতে দিলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। মনে হয় যেন রাগিয়াই আছে। নিজেও ঘুমায় না অন্যকেও ঘুমাইতে দেয় না। ইহাতে ক্যামোমিলা অব্যর্থ। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 6, 30 বা 200 সকাল বিকাল ২ বার।

চায়না (China)ঃ—হতাশা, বিমর্ষ, উৎসাহ শূন্য, উদাসীন ব্যক্তিদের অতিরিক্ত রক্ত, বীর্য বা শরীরের তরল পদার্থের ক্ষয় জনিত দুর্বল রোগীদের অনিদ্রায় চায়না মহাউপকারী ঔষধ। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 3x বা 6 শক্তি ৪ ফোঁটা সামান্য ঠান্ডা জলসহ দিনে ৩ বার। 30 বা 200 উপকারী।

প্যাসিফ্লোরা (Passiflora)ঃ—শিশু, যুবক, বৃদ্ধ যে কোন বয়সের রোগীই হোক, অনিদ্রার কোন কারণ খুঁজিয়া না পাওয়া যায় বা অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ব্যর্থ হইলে ইহাতে উপকার হইবে। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি Q ৩০ ফোঁটা অর্ধ ছটাক জলসহ রাত্রে শয়নের পূর্বে সেবন করিতে হয়। (শিশুদের অর্ধ বা সিঁকি মাত্রা)।

এভেনা স্যাট (Avena Sat)ঃ—অতিরিক্ত মানসিক প্ররিশ্রমজনিত কারণে যাহারা অনিদ্রায় ভোগে, কিংবা হস্তমৈথুন, স্বপ্নদোষ, অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস বা অস্বাভাবিক বীর্যক্ষয় করিয়া নিদ্রাহীনতা দেখা দেয় এভেনা তাহাদের পরম বন্ধু। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি Q ১০ ফোঁটা অর্ধ ছটাক গরম জলসহ প্রত্যহ তিনবার।

রাউলফিয়া (Rauwolfia)ঃ—চিন্তা-ভাবনা অথবা মানসিক উত্তেজনা হেতু কিংবা অন্য কোন কারণে অনিদ্রায় কষ্ট পাইতে থাকিলে ইহা উপকারী। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি Q ৫-১০ ফোঁটা (বয়স অনুপাতে) সকালে ও রাত্রে, দিনে ২ বার।

কুকলাস ইন্ডিকা (Cocculus Indica)ঃ—কাহারো কোন কারণে অনেকদিন পর্যন্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবার ফলে, অনিদ্রা রোগ দেখা দিলে ককুলাস উপকারী। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 30 বা 200 দিনে ২ বার।

বাইওকেমিক চিকিৎসা

ক্যালি ফস (Kali Posh)ঃ—স্মৃতিশক্তি খর্বতাদের অনিদ্রা রোগে এই ঔষধ উত্তম কার্যকারী। অত্যধিক লেখাপড়া করিয়া দিবা-রাত্রি নানান কাজে ব্যস্ত থাকিয়া, শোক দুঃখ বা কোন প্রকার ভয় পাওয়ার কারণে মানসিক অশান্তিজনিত অনিদ্রাতে এই ঔষধ বিফলে যায় না। শিশু ঘুমায় না, কিছু সময় ঘুমাইলে ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠে। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 6x বা 12x, ১-৪ বড়ি একমাত্রা (বয়স অনুপাতে) প্রত্যহ ৩ বার।

ফেরাম ফস (Ferrum Phos)ঃ—অত্যাধিক ঘুমের জন্য ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ায় ব্যঘাত ঘটিলে ফেরাম ফস সেবনে ঘুম দূর হইবে। সেবন বিধি ঃ– শক্তি 3x ২–৪ বড়ি একমাত্রা প্রত্যহ রাত্রে ১ বার।

পথ্য ও আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা

নিদ্রার পূর্বে শীতল জল দ্বারা মাথা ধৌত করিবে। গুরুপাক দ্রব্য ভোজন অতিরিক্ত চা, কফি, মদ্যপান নিষিদ্ধ। লঘু পথ্য আহার হিতকর। নিদ্রার পূর্বে শীতল জল পান উপকারী। শক্ত বিছানায় শয়ন করা ভালো।

রোগী বিবরণঃ—জনৈক মৌলভী সাহেব, বয়স ৪২ বৎসর। মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৭ সালের কোন এক সময় আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসেন। সমস্ত রাত্রি বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। কিছুতেই চোখে ঘুম আসে না। মনে নানা রূপ কল্পনা জাগে। যদিও একটু নিদ্রা যায় হঠাৎ চমকিয়া উঠে। এইভাবে সমস্ত রাত্রি ছটফট করে। আমি তাহাকে কফিয়া শক্তি 200, ৬ মাত্রা রাত্রে খাবারের ১ ঘন্টা পূর্বে ও ১ ঘন্টা পরে ৩ দিন সেবন করিতে দেওয়ায় অনিদ্রা দূর হয়।

অর্শ (গেঁজ)

রোগ বিবরণঃ—নানাবিধ কারণে অর্শ রোগ জন্মাইতে পারে। গুহ্যদ্বারে সুত্রবত কৃমিজনিত উপসর্গে এই রোগ অধিক হয়। অলস প্রকৃতির রোগী, যাহারা বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহারা প্রায়ই এই পীড়ায় ভোগীতে দেখা যায়। কোষ্ঠকাঠিন্যও এই রোগের কারণ। অর্শ রোগ প্রায়ই দুই প্রকার দেখা যায়। অন্তঃবলি ও বহিঃবলি। যে বলি গুহ্যদ্বারের ভিতরে থাকে তাহাকে বলে অন্তঃবলি, আর গুহ্যদ্বারের বাহিরে থাকে তাহাকে বলে বহিঃবলি। অন্তঃবলি থেকে প্রায়ই রক্তস্রাব হয়। বহিঃবলি থেকে তেমন একটা রক্তস্রাব হয় না। বংশগত কারণেও এই রোগ হইতে পারে।

ক্যালকেরিয়া ফস (Calcarea Phos)ঃ—রক্তহীন দুর্বল জীর্ণ-শীর্ণ রোগীদের হজম শক্তির দুর্বলতা, আহারে অনিচ্ছা, উদরে বায়ু জমে, ইত্যাদি লক্ষণে বা অন্য ঔষধের সহিত পর্যায়ক্রমে ইহা সেবনে অজীর্ণ পীড়া আরোগ্য হয়। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 3x বা 6x ২-৪ বড়ি একমাত্রা (বয়স অনুপাতে) ৩ ঘন্টা অন্তর।

ক্যালি মিউর (Kali Mur)ঃ—ঘৃত পক্ক বা অধিক তৈলাক্ত খাদ্যদ্রব্য আহারজনিত অজীর্ণ পীড়া তৈলাক্ত উদগার উঠে, জিহ্বা সাদা বর্ণের প্রলেপ যুক্ত রোগীদের ইহা অধিক উপযোগী। **সেবন বিধি ঃ-** শক্তি 6x ২-৪ বড়ি একমাত্রা (বয়স অনুপাতে) ৩ ঘন্টা অন্তর।

পথ্য ও আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা

নিয়মিত আহার করা বিধেয়। ভালভাবে চর্বন করিয়া আহার করা উচিত। সকাল সন্ধ্যায় সাধ্যমত ব্যায়াম করা ভাল। পুরাতন সরু চাউলের অন্ন, জীবিত শিং বা মাগুর মাছের ঝোল, কাঁচা কলা, কাঁচা পেঁপে সুপথ্য। গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন নিষিদ্ধ।

রোগী বিবরণঃ—আলেয়া নামে (৩২) এক মহিলা প্রায় নয় দশ মাস যাবৎ অজীর্ণ পীড়ায় ভোগে। এই বদরাগী মহিলা এলোপ্যাথিক হোমওপ্যাথিক ও কবিরাজি চিকিৎসা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসে। পাঁচ-ছয় ঘন্টা পর পর পায়খানায় যায়। কিন্তু পায়খানা পরিষ্কার হয় না। আহারের কিছু পর চিন চিনে পেট ব্যথা । দিনে রাত্রে চার-পাঁচ বার পাখানায় যায়। মাঝে মাঝে নিস্ফল পায়খানা। দিন দিন শরীর দুর্বল হইতে থাকে। নাক্স 1m দুইমাত্রা, বিকালে ও রাত্রে সেবন করিতে দেওয়ায় তিনি এক মাস ভাল থাকার পর পুনরায় উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হওয়াতে নাক্স 10m উক্ত নিয়মে সেবন করায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

অনিদ্রা (নিদ্রাহীনতা)

রোগ বিবরণঃ—অত্যাধিক চিন্তা-ভাবনা, অতিরিক্ত দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম, অধিক চা, কফি, মদ্যপান গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, শোক, তাপ মানসিক গোলযোগ ইত্যাদি কারণ হেতু ও বৃদ্ধ বয়সে এই রোগ অধিক হয়।

চিকিৎসা

কফিয়া (Coffea)ঃ—অনুভূতি প্রবণ, মতলব বাজ, হঠাৎ মানসিক উত্তেজনা, শীত কাতর এই ধাতুর রোগীদের ইহা উপকারী। রোগী আসিয়া বলিল, ডাক্তার সাহেব আমাকে ঘুমের ঔষধ দিন। সারারাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করি। মনে মনে নানা রূপ কল্পনা জাগে ঘুম আসে না। যদি সামান্য ঘুম আসে আবার জাগিয়া উঠি। নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উঠি। নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকি। তখন আপনি তাহাকে কফিয়া 200 শক্তি সন্ধ্যা ও রাত্রে কিছু দিন সেবন করিতে দিবেন নিদ্রা হবে।

ইগ্নেশিয়া (Ignatia)ঃ—রোগী অতিশয় নির্জনতা প্রিয়, মেজাজ খুবই রুক্ষ, শীত কাতর। আপনি যদি জানিতে পারেন কোন প্রকার শোক বা দুঃখ অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া একাকী থাকিয়া দুঃখ ভোগ করে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অথবা যদি শোনেন কোন প্রেমিক বা প্রেমিকা

এসিড মিউর (Acid Mur)ঃ—মেজাজ খিট্‌খিটে, সামান্য কারণে রাগিয়া উঠে, শীত কাতর। এই ধাতুর রোগীদের জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন অর্শে টাটানি ব্যথা, কাপড়ের ঘর্ষণ লাগিলেও কষ্ট। গরম জলে বা সেকে কিঞ্চিত উপশম বোধ করে। ঠান্ডা জলে যন্ত্রণা বাড়ে। এসিড মিউর ব্যবস্থা করিবেন উপকার হইবে। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 30 বা 200 সকাল বিকাল ২ বার।

এলো (Aloe)ঃ—অলস প্রকৃতির, দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত, গরম কাতর, পায়খানায় বসিয়া বেগ দিলে অর্শের বলী আঙ্গুরের থোকার মত বাহির হইয়া পড়ে। গুহ্যদ্বার চুলকায়, জ্বলে। সেই জ্বালা ঠান্ডা জলে আরাম বোধ করে। ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 6 বা 30 দিনে ৩ বার। পুরাতন 200 বা 1m।

মিলিফোলিয়ম (Millefolium)ঃ—যন্ত্রণাবিহীন অর্শ রোগ গুহ্যদ্বার হইতে টক্‌টকে লাল রক্তস্রাবে ইহা অব্যর্থ। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি Q ৩/৪ ফোঁটা অর্ধ ছটাক জলের সহিত প্রত্যহ ৩/৪ বার।

ব্লুমিয়া অডোরেটা (Blumia Odorata)ঃ—ইহা আমাদের বাংলাদেশী ঔষধ। রক্ত স্রাবীয় অর্শে একটি মহৎ কার্যকরী ঔষধ। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি Q ৩/৪ ফোঁটা অর্ধ ছটাক জলসহ দিনে ৩/৪ বার কিছু দিন সেবন করিতে হয়।

এমোন কার্ব (Ammon Carb)ঃ—ইহা রক্ত স্রাবীয় অর্শ একটি চমৎকার ঔষধ শুকনা মল গাট গাট হইয়া অতি কষ্টে নির্গত হয়। রক্ত পরে, মলদ্বার চুলকায়, মল ত্যাগের সময় অর্শ বলি বাহির হইয়া পড়ে, ব্যথা করে। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 30 বা 200 দিনে ২ বার।

নাক্স ভমিকা (Nux Vom)ঃ—সালফার (Sulphur)ঃ—নানা প্রকার অর্শ রোগের এই ঔষধ দুইটি ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। সকালে সালফার শক্তি 30 এক মাত্রা। সন্ধায় নাক্স শক্তি 30 এক মাত্রা। এইভাবে কিছু দিন সেবন করার পর উক্ত নিয়মে 200 শক্তি সেবন করিলে অর্শ রোগে উপকার হয়। ডাঃ কালির মতে সালফার 1m বা 10m প্রাতে এক মাত্রা সেবনে অর্শ রোগে অব্যর্থ ফল হয়।

বাইওকেমিক চিকিৎসা

ক্যালকেরিয়া ফ্লোর (Calcarea Fluor)ঃ—সর্ব প্রকার অর্শ রোগে এই ঔষধ কার্যকরী রক্ত স্রাবীয় অর্শে ফেরাম ফসের সহিত উক্ত ঔষধ পর্যায়ক্রমে সেবন করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 6x ২-৪ বড়ি এক মাত্রা (বয়স অনুপাতে) দিনে ৩/৪ বার।

ম্যাগনেসিয়া ফস (Magnesia Phos)ঃ—অর্শ রোগীর মলদ্বারের ব্যথায় ইহা উত্তম কার্যকরী ঔষধ। **সেবন বিধি ঃ** শক্তি 3x বা 6x ২-৪ বড়ি কয়েক মাত্রা (বয়স অনুপাতে) গরম জলসহ পুনঃ পুনঃ কয়েক মাত্রা সেবনেই যন্ত্রণা উপশম হয়। লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথিপক ঔষধের সঙ্গে বাইওকেমিক ঔষধ পর্যায়ক্রমে সেবনে আরো দ্রুত উপকার হয়। (অভিজ্ঞতা)

চিকিৎসা

কলিনসোনিয়া (Collinsonia)ঃ—যদি জানতে পারেন রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ শুকনা মল অতি কষ্টে নির্গত হয়। গুহ্যদ্বার ব্যথা করে, মনে হয় যেন কতগুলি কাঁচের টুকরা মলদ্বারে ঢুকিয়া রহিয়াছে, খোঁচা লাগে, রক্ত পড়ে, জ্বলে, রক্ত স্রাবীয় অর্শে ইহা মহৌষধ। ইহা ব্যবহারে বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছে। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 6 বা 30 দিনে তিনবার। 200 দিনে ২ বার। পুরাতন রোগে 1m, 10m বা আরো উচ্চশক্তি।

ইসকিউলাস হিপ (Aesculas Hip)ঃ—কোমরে ব্যথা এই ঔষধের নিত্য সহচর। অর্শ (গেঁজ) রোগীর কোমরে অত্যন্ত ব্যথা, রক্তস্রাব তেমন হয় না। যদিও হয় অনেক দিন পরে অল্প। মলদ্বারে খোঁচানি, টাটানি ব্যথা, মলদ্বার চুলকায়, জ্বলে ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 3x, 6 বা 30 দিনে তিন মাত্রা। পুরাতন রোগে 200 বা 1m উপকারী।

আর্সেনিক এলব্ (Arsenic Alb)ঃ—অস্তিরতা, অবসন্নতা, খিট্ খিটে স্বভাব শীত কাতর রোগীদের মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা, গরমে আরাম, গরম সেকে আরাম হইলে আর্সেনিক অব্যর্থ। আমি এক সময় একটি রোগী পাইয়াছিলাম গুহ্যদ্বারের জ্বালায় ও বেদনায় রোগী অস্তির। চুলার গরম মাটিতে গুহ্যদ্বার লাগাইয়া সেক লইলে আরাম পাইত জানিয়া আমি তাহাকে আর্সেনিক 200 শক্তি ২০ নং গ্লোবিউলস ২টি অর্ধ আউন্স ডিষ্টিল ওয়াটারে মিশাইয়া সেবন করিতে দেই। দুই দিন পর সংবাদ পাইলাম রোগী ভালো আছে।

এসিড সালফ (Acid Sulps)ঃ—কাজে কর্মে অত্যন্ত ব্যস্ত, সব কাজ তাড়াতাড়ি করে। এই ধাতুর রোগীদের যদি জানিতে পারেন যে, অর্শ বড় হইয়া মলদ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গন্ধহীন রসে কাপড় ভিজিয়া যায়, গুহ্যদ্বার জ্বলে। এসিড সালফ দিবেন উপকার হইবে। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 6, 30 প্রত্যহ ৩ মাত্রা। পুরাতন রোগে 200 বা 1m।

মেডোরিনাম (Medorrhinum)ঃ—অর্শ (গেঁজ) বা ভগন্দর পীড়ায় মলদ্বার হইতে মাংস ধোয়া জলের মত দুর্গন্ধ রস ঝরিলে মেডোরিনাম অব্যর্থ। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 200 বা 1m সকাল বিকাল দুইমাত্রা। পুরাতন রোগে 10m, 50m বা Cm অধিক উপকারী।

এসিড নাইট (Acid Nit)ঃ—খিট্ খিটে স্বভাব , শীত কাতর, প্রস্রাবে তীব গন্ধ, সহজে ঠান্ডা লাগার প্রবণতা, রোগীদের পায়খানা নরম বা শক্ত যাহাই হোক পায়খানার সময় ও পরে মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা। মলদ্বারে কতগুলি সুঁচ বা আলপিন ফোঁটানো খোঁচা লাগে এইরূপ অনুভবে ইহা উপকারী। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 6, 30 দিনে ৩ বার। 200 শক্তি দিনে ২ বার। পুরাতন রোগে 1m, 10m বা আরো উচ্চশক্তি।

পালসেটিলা (Pulsatilla)ঃ—শান্ত স্বভাব কোমল মন, অভিমানী অল্প কথায় মনে ব্যথা, গরম কাতর মুক্ত বাতাস পছন্দ করে। এই ধাতু রোগীদের উহা অধিক উপকারী। চর্বি যুক্ত মাংস, ঘৃত পক্ক পোলাও অধিক মিষ্টি বা মিষ্টান্ন ভোজন জনিত অজীর্ণ বা উদরাময় পেট বেদনায় পালসেটিলা অমোঘ। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 3x চার ফোঁটা সামান্য ঠান্ডা জলের সাথে ২ ঘন্টা অন্তর।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব (Magnesia Carb)ঃ—খিটখিটে স্বভাব, বদ মেজাজী, শীত কাতর, মাংস খাবার অত্যন্ত পছন্দনীয়। এই ধাতুর রোগীতে ইহা অধিক কার্যকরী। দুগ্ধ পান অসহ্য, পেট ফাঁপে বুক জ্বলে, টক্ ঢেকুর উঠে, মুখে টক্ আস্বাদ রুটি, আলু, দুধ খাইলে পেটে বায়ু জমে, শূল ব্যথা হয়। প্রভৃতি লক্ষণে ইহা উপকরী। **সেবন বিধি ঃ-** শক্তি 30 বা 200 শক্তি উপকারী।

চায়না (China)ঃ—সমস্ত পেট ফাঁপা, পাতলা পায়খানার সাথে অজীর্ণ খাদ্য নির্গত হয়। ফল খাইলে পেটের অসুখ বাড়ে। অথবা, ফল খাইয়া অজীর্ণ বা উদরাময়। রোগী দিন দিন দুর্বল হইতে থাকে। খাদ্য দ্রব্য হজম না হইয়া আস্ত বা অর্ধ ভাঙ্গা নির্গত হয়। ইহাতে চায়না অব্যর্থ। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 3x বা 6 ৩/৪ ফোঁটা সামান্য জলের সহিত ৩ ঘন্টা অন্তর 30 বা 200 শক্তি উপকারী।

ক্যারিকা পেপেঁয়া (Carrica Papaya)ঃ—যাহাদের হজম শক্তি দুর্বল, মাংস ডিম, গুরুপাক দ্রব্যাদি এমন কি সামান্য দুধও হজম করিতে পারে না। অল্প অল্প করিয়া দিনে রাত্রে কয়েকবার পায়খানায় যায়। অজীর্ণ তরল মল। চক্ষু হলদে জিহ্বায় হলদে ময়লা রক্ত স্বল্প দুর্বল পেট ফোলা, দুগ্ধ খাইলে অজীর্ণ বা উদরাময় দেখা যায়। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি Q ৮/১০ ফোঁটা সামান্য জলসহ আহারের পর শিশুদের অর্ধ মাত্রা। 3x ব্যবহারেও উপকার পাইয়াছি।

সালফার (Sulphur)ঃ—খিট খিটে স্বভাব অল্পতে উত্তেজিত হইয়া উঠে। অত্যন্ত স্বার্থপর, গরমে কাতর, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন রোগী যাহারা প্রায়ই নানাবিধ চর্ম পীড়ায় ভোগে। পায়ের তলায় জ্বালা শরীরে দুর্গন্ধ ঘাম। রুটি, আলু, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য আহার করিলেই পেট ফাঁপে টক ঢেঁকুর উঠে। গন্ধকের বর্ণ পায়খানা বাতকর্মে ভীষণ দুর্গন্ধ এই প্রকৃতির রোগীদের নতুন বা পুরাতন অজীর্ণ পীড়ায় ইহা অব্যর্থ। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 30 বা 200 দিনে ২ বার। পুরাতন রোগে 1m বা 10m সকাল বিকাল ২ মাত্রা।

বাইওকেমিক চিকিৎসা

নেট্রাম ফস (Natrum Phos)ঃ—টক ঢেঁকুর উঠে, বুক জ্বলে, মুখে টক জল উঠে। হরিদ্রা বর্ণের জিহ্বা, আহারের পর পেট বেদনা। অম্ল গন্ধযুক্ত বাহ্যে, মাঝে মাঝে অম্ল বমন ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকারী। লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সঙ্গে বাইওকেমিক ঔষধ পর্যায়ক্রমে সেবনে আরো অধিক উপকার হয়। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 6x বা 12x ১-৪ বড়ি একমাত্রা (বয়স অনুসারে) প্রত্যহ ৩ বার।

নেট্রাম মিউর (Natrum Mur)ঃ—অত্যাধিক লবণ প্রিয়, তিক্ত ঝাল খাইবার প্রবল ইচ্ছা। রুটি খাইতে অনিচ্ছা, রুটি খাইলে অজীর্ণ পীড়া দেখা দেয়। মুখে জল উঠে, মাথা ধরে, অতিশয় জল পিপসা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা মহৎ কার্যকরী ঔষধ। **সেবন বিধি ঃ–** শক্তি 6x বা 12x ২-৪ বড়ি একমাত্রা (বয়স অনুসারে) প্রত্যহ ৩ বার।